কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং
কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫

স্মারক নং-১২.১১.০০০০.০১২.৩৮.০০১.১৮/ ১১৮১/১(স) তারিখ: ০৫/১১/২০১৮ ইং

প্রাপক
অতিরিক্ত পরিচালক
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
------------------------------ অঞ্চল (সকল)

বিষয়: লক্ষীর গু ও রোগের পূর্বাভাস সংক্রান্ত সতর্কবার্তা প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে আপনাকে জানানো যাচ্ছে যে, বর্তমানে নিম্ন চাপের কারণে যে সমস্ত এলাকায় গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি, মেঘাচ্ছন্ন আকাশ ও ঠান্ডা আবহাওয়া বিরাজ করছে সে সমস্ত এলকায় লক্ষীর গু রোগের প্রতি সংবেদনশীল জাত সমূহ যেমন-ব্রিধান-৪৯, ব্রিধান-৭৯, স্বার্ণার কিছু কিছু জাতে এ রোগটি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ রোগ আক্রমনে যেন ধানের গুনগতমানসহ উৎপাদন ব্যাহত না হয় তার জন্য বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক সংযুক্ত পরামর্শপত্রটি আপনার অঞ্চলাধীন জেলা ও উপজেলা সমূহে প্রেরনসহ তথ্যাবলির আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি:
১। লক্ষীর গু রোগের পূর্বাভাস-১ ফর্দ।

(এ, জেড, এম, ছাব্বির ইবনে জাহান)
পরিচালক
উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং
কৃষি সম্প্রসারণ অদিধপ্তর
খামারবাড়ি, ঢাকা।
ফোন নং-৯১৩১২৯৫

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে:

১। পরিচালক, সরেজমিন উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
২। মহাপরিচালক মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।

অনুলিপি জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে:

১। উপপরিচালক, আইসিটি ব্যবস্থাপনা, পরিকল্পনা, প্রকল্প ও বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।

লক্ষ্মীর গু রোগের পূর্বাভাস

বর্তমানে নিম্নচাপের কারণে যে সমস্ত এলাকায় গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি, মেঘাচ্ছন্ন আকাশ এবং ঠাণ্ডা আবহাওয়া বিরাজ করছে উক্ত এলাকার লক্ষ্মীর গু রোগের প্রতি সংবেদনশীল জাত সমূহ যেমন ব্রি ধান৪৯, ব্রি ধান৭৯, স্বর্ণার কিছু কিছু জাতে এ রোগটি হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

রোগ পরিচিতি

এটি একটি ছত্রাকজনিত রোগ। সাধারণত আমন মৌসুমে বেশী দেখা যায়। রোগটির ফলে বীজ আক্রান্ত হয়। ছত্রাক কান্ড বীজের ভিতরের অংশ আক্রমণ করে।

চিত্র: লক্ষীর গু রোগে আক্রান্ত ধানের শিষ।

রোগের গুরুত্ব

এ রোগের ফলে আক্রমনপ্রবন জাতে ধানের ফলন শতকরা ৫-১০ ভাগ পর্যন্ত কমতে পারে।

রোগের কারণ

এ রোগটি *Ustilaginoidea virens* নামক ছত্রাক দ্বারা হয়।

লক্ষ্মীর গু রোগ দমনে করণীয়ঃ

যে সমস্ত সংবেদনশীল জাতে ফুল বের হয়েছে অথবা দুই এক দিনের মধ্যে বের হবে সে সমস্ত জমিতে বৃষ্টির আবস্থা বুঝে প্রতি ৫ শতাংশ জমিতে ২০ মিলি প্রোপিকোনাজল গ্রুপের ছত্রাকনাশক যেমন টিল্ট ১০ লিটার পানিতে ভালভাবে মিশিয়ে শেষ বিকালে ৫-৭ দিন অন্তর দু'বার প্রয়োগ করতে হবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: মনে রাখতে হবে লক্ষ্মীর গু রোগ হওয়ার পূর্বেই ব্যবস্থা নিতে হবে। রোগ একবার হয়ে গেলে আর দমন করা সম্ভব নই।

ড. এম এ লতিফ
বিভাগীয় প্রধান
উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর-১৭০১।